দৈনিক [illegible]কিলাব

101

তারিখ SEP 27 1999
পৃঃ 16 কলাম 2

সম্পাদক সমীপে

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট আবেদন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বেসরকারী কলেজে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োগের বিধিসমূহ নিম্নরূপ ঃ

ক· অধ্যক্ষ ঃ প্রথম শ্রেণীর স্নাতক সম্মান ডিগ্রীসহ দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতক সম্মান ডিগ্রীসহ প্রথম শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী ও ডিগ্রী কলেজ পর্যায়ে ন্যূনপক্ষে দশ বৎসরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা, অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতক সম্মান ডিগ্রীসহ দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অথবা প্রথম বিভাগে স্নাতক (পাস) ডিগ্রীসহ দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্নাতকোত্তর·ডিগ্রী অথবা দ্বিতীয় বিভাগে স্নাতক (পাস) ডিগ্রীসহ প্রথম শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী ও ডিগ্রী কলেজ পর্যায়ে ন্যূনপক্ষে বার বৎসরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা, অথবা দ্বিতীয় বিভাগে স্নাতক (পাস) ডিগ্রীসহ দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী ও ডিগ্রী কলেজ পর্যায়ে ন্যূনপক্ষে পনের বৎসরের অভিজ্ঞতা। অধ্যক্ষ নিয়োগের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি গ্রহণ করে অভিজ্ঞতার সময়কালের শর্ত শিথিল করা যেতে পারে যদি অধ্যক্ষ পদপ্রার্থী এম,ফিল/ ডক্টরেট ডিগ্রীর অধিকারী হন।

খ· উপাধ্যক্ষ ঃ উপাধ্যক্ষের শিক্ষাগত যোগ্যতা অধ্যক্ষের শিক্ষাগত যোগ্যতার অনুরূপ হবে তবে-এই পদের অভিজ্ঞতার সময়কাল অধ্যক্ষের অভিজ্ঞতার সময়কাল হতে দুই বৎসর কম হতে পারে। এ ক্ষেত্রে ডিগ্রী (পাস) কোর্সে তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্তদের সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করা হয়েছে। সরকারী কলেজসমূহে (যতদূর জানি) অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি ঘটলেই সেখানে যথাক্রমে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ দেয়া হয়। একই দেশে একই মন্ত্রণালয়ের অধীনে দু'ধরনের ব্যবস্থা পাশাপাশি চলতে পারে না যেখানে সরকারী ও বেসরকারী কলেজের সম্মানিত অধ্যাপক/অধ্যাপিকাগণ সমযোগ্যতা, সমান অভিজ্ঞতা ও সমান পদমর্যাদার ভিত্তিতে শিক্ষকতা করে আসছেন। ১৯৭৬ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (১৯৭৮ সনে অনুষ্ঠিত) ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষায় পাসের হার ছিল ৬%। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও কম। দেখা গেছে, ঐ শিক্ষাবর্ষে অনেক নামী-দামী কলেজের কেউই উত্তীর্ণ হতে পারেনি। ঐ সময় যারা ডিগ্রী (পাস) কোর্সে তৃতীয় বিভাগ প্রাপ্ত তাদের অপরাধ কি? তাছাড়া ডিগ্রী (পাস) কোর্সে তৃতীয় বিভাগ প্রাপ্তদের এ ধরনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার কোন কারণ নেই যেহেতু তারা সকল ফরমালিটিজ শেষান্তে স্ব স্ব কলেজে যোগদানের পর থেকে অনেকে সুনাম, দক্ষতা ও কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টি অনুযায়ী এবং ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট ভাল অধ্যাপক/অধ্যাপিকা হিসেবে কাজ করে আসছেন এবং ডিজি অফিসের বেতনের অংশও নিয়মিত পাচ্ছেন। বর্তমান প্রাইভেটাইজেশনের যুগে যেখানে প্রতিযোগিতা সকল কিছুর মাপকাঠি, যেখানে বিভিন্ন বেসরকারী কলেজে চাকুরীরত কিছু সংখ্যক অধ্যাপক/অধ্যাপিকাকে (ডিগ্রী (পাস) কোর্সে তৃতীয় বিভাগ প্রাপ্ত) অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা থেকে বাদ দেয়ার কোন যৌক্তিকতা নেই। বেসরকারী কলেজে যেখানে অনার্স কোর্সে উত্তীর্ণ প্রার্থী মাত্র দশ/বার বৎসরের অভিজ্ঞতার মধ্যেই অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষ পদের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত, সেখানে আরও অধিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ডিগ্রী (পাস) (কোর্সে তৃতীয় বিভাগ প্রাপ্ত) অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক কি উপযুক্ত বলে বিবেচিত হতে পারেন না? মানুষের জীবনে নানান অসুবিধা থাকতে পারে। যে কোন ভুল বা বিশেষ অসুবিধার কারণে তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্ত হলেই তাকে সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা কি আদৌ যুক্তিসঙ্গত? পরিশেষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আকুল আবেদন, ডিগ্রী (পাস) কোর্সে তৃতীয় বিভাগ প্রাপ্ত ও কলেজসমূহে শিক্ষকতায় নিয়োজিত সম্মানিত অধ্যাপক/অধ্যাপিকাগণকেও বেসরকারী কলেজে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োগের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ দিন।

—মোঃ আবুল কাশেম,
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, সমাজবিজ্ঞা
বিভাগ, তেজগাঁও কলেজ, ঢাক